

ইসলাম কি নারীকে মুক্তি দিয়েছে?

তৃতীয় নয়ন

(পর্ব-৫)

গত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হলো ইসলামে নারীর অধিকার মূলতঃ চারটি-
দেনমোহর, ভরণপোষণ, সম্পত্তি, বিয়েতে সম্মতি। কিন্তু এর প্রত্যেকটির মধ্যেই
নানারকম ফাঁকিবুকি লুকিয়ে আছে। নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে ইসলামে রয়েছে
আরো অনেক অসংগতি। একজন পুরুষ নামাজে ইমামতি করতে পারে পুরুষ
ও মহিলা উভয়ের হয়ে। কিন্তু একজন নারী শুধুমাত্র নারীদের নামাজের ইমাম
হতে পারে। অর্থাৎ নারীরা পুরুষ ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারে
কিন্তু পুরুষরা নারী ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারে না। পুরুষরা
আজান দিতে পারে কিন্তু নারীরা আজান দিতে পারে না। পুরুষরা জোরে
জোরে নামাজ পড়তে পারে কিন্তু নারীদের জোরে জোরে নামাজ পড়ার
অনুমতি দেয়া হয় নি। মসজিদে পুরুষদের যেতে যেভাবে তাগিদ দেয়া হয়েছে
নারীদের সেভাবে তাগিদ দেয়া হয় নি। ঈদের নামাজ পুরুষদের উপর ওয়াজিব
করা হয়েছে অথচ নারীদের উপর ওয়াজিব করা হয় নি। জানাজার নামাজে
পুরুষকে যেতে বলা হয়েছে অথচ নারীদের তেমন কোন তাগিদ দেয়া হয় নি।
এসবই প্রমাণ করে ইসলামে নারীর স্থান গৃহ। ইসলামে সন্তান জন্ম নিলে
আকিকা করার একটি প্রথা রয়েছে। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো পুত্র সন্তান জন্ম
দিলে আকিকায় ২ টি পশু উৎসর্গ করা হয়। অথচ কন্যা সন্তান জন্ম নিলে
১ টি পশু উৎসর্গ করা হয়। ইসলামে একজন নারী, সে যতই অসাধারণ
হোক, একজন পুরুষের, সে যতই তুচ্ছ পাশবিক অপদার্থ হোক, অর্ধেক।
নারী কামকূপ; সব ধর্মই নির্দেশ দিয়েছে যে নারী তার কাম উপভোগ করবে

না, রেখে দিবে পুরুষের জন্য; সে নিজের রক্তটিকে একটি অক্ষত টাটকা সতীচ্ছদে মুড়ে তুলে দেবে পুরুষের হাতে। পুরুষ সেটিকে ইচ্ছামত উপভোগ করবে। নিজের জমি ইচ্ছামত চাষবে। ইসলাম নারী সম্পর্কে এ ধারণাই পোষণ করে। কোরানেই আছে, *‘তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র ; তোমরা ইচ্ছামত সেখানে বিচরণ করতে পারো’* [সূরা বাকারা২:২২৩]

নারীর প্রধান শত্রু এখন মৌলবাদ। মৌলবাদ সমগ্র মানবজাতিরই শত্রু। তবে নারীর জন্য তা অনেক বেশী মারাত্মক। ধর্ম এবং ধর্মীয় মৌলবাদ - এ দুইয়ের মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখিনা। প্রতিটি প্রকৃত ধর্মিকই মৌলবাদি। আফগানিস্তানে তালেবানরা যা করেছে তার সাথে আমি ইসলামের কোন বিরোধ খুঁজে পাই না। তারা ইসলামবিরোধী কোন কাজ করেনি। তারা নারীকে বোরখাবন্দী করেছে; এটা ইসলামেরই অনুশাসন (পর্দাপ্রথা); তালেবানরা গানবাজনা, নৃত্যশিল্প, শিল্পকলা নিষিদ্ধ করেছিলো; এসবও ইসলামসম্মত। তালেবানরা মেয়েদের স্কুল, কলেজ ,বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করেছিল। এটাও এক প্রকারে দেখলে ইসলামসম্মত। কারণ ইসলাম নারীর জন্য ইসলামি শিক্ষা ফরজ করেছে। অর্থাৎ নামাজ, রোজা, হুজ,যাকাত, পর্দাপুশিদা করা - এসব শিক্ষা ফরজ। এসব শিক্ষা কিন্তু আফগানিস্তানের নারীরা অত্যন্ত বেশী করে অর্জন করতো। ইতিহাস, দর্শন,পদার্থ, গণিত রসায়ন, আইন,তথ্যপ্রযুক্তি অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষা নারীকে অর্জন করতে ইসলাম উৎসাহিত করেনি যেহেতু এসব শিক্ষা নারীকে তথাকথিত ‘বেপর্দা’ হতে উৎসাহিত করে। ইসলামি সমাজে নারীদের শিক্ষা মূলত ধর্মীয় গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ। বাইরের জগৎ,জীবনযাত্রা সম্পর্কে তারা কিছুই জানেনা। অবশ্য বর্তমানে বিভিন্ন মুসলিম দেশে নারীরা অনেক কাজই করেছে। কিন্তু তার জন্য ইসলামের কোন কৃতিত্ব নেই। ইসলাম অক্ষরে অক্ষরে মানলে তাদের কাজের বারোটা বেজে যেত। মহানবী (সা:) এর যুগে নারীরা তাদের স্বামীর ‘খেদমত’ করতেন এবং ঘরে থাকতেন। ঘরের বাইরে অত্যাবশ্যিক প্রয়োজন ছাড়া বের হতেননা। তালেবানরা নারীর অধিকার হরণ করেছে কারণ ধর্ম তাদের নারীর অধিকার হরণ করতে

নির্দেশ দিয়েছে। অধিকাংশ মুসলমান রাষ্ট্রগুলো কমবেশী মৌলবাদী। সেখানে শরীয়াহ আইন অনুযায়ী সমাজরাষ্ট্র পরিচালিত হয়। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেই নারীরা সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতাহীন, অধিকারহীন, অবরুদ্ধ, বঞ্চিত। Islamic minded পরিবারগুলোতেই অর্থাৎ মোল্লা মাওলানাদের পরিবারগুলোতেই মেয়েরা সবচেয়ে বেশি শৃঙ্খলিত। এরকম অনেক পরিবার দেখেছি যেখানে মেয়েরা জীবনে তাদের পিতা আর ভাই ছাড়া অন্য পুরুষকে দেখেনি। আমার এক নিকটাত্মীয়ের পরিবারই এরকম। সেখানে স্ত্রী জীবনে একা ঘরের বাইরে জীবনে বের হয়নি। স্বামী, পিতা, আপন ভাই ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে দেখেনি। কোন বাসায় বেড়াতে গেলে ঐ বাসায় আগে থেকে পর্দার ব্যবস্থা করতে হয়। বেড়ানো বাসায় যে ঘরে ঐ মেয়ে বসে ঐ ঘরে অন্য পুরুষের ঢোকা বারণ। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। এগুলো সবই ইসলামসম্মত। এগুলো ইসলামবিরোধী হলে কেউ এর বিরোধিতা করছে না কেন? ঐসব গোঁড়া পরিবারগুলোতে সবাই নামাজ, রোজা, হুজ, যাকাত ঠিকমত পালন করে। সবক্ষেত্রে তারা ইসলাম মানবে আর নারী অধিকারের ক্ষেত্রে তারা ইসলাম মানবে না এটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার হতে পারে না।

পৃথিবীতে মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতেই নারীর অবস্থা সবচেয়ে করুণ। এ অঞ্চলে নারীরা মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতিত হয়। দোররা মারা হয়। পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। কন্যা সন্তান এর ভ্রূন গর্ভে হত্যা করা হয়, পেট্রোল টেলে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়, ধর্ষণ, ইভ টিজিং এর শিকার হয় নারী। যৌতুকের বলি হয়েছে যত বধু হিরোশিমা নাগাসাকিতে এটম বোমা হামলায়ও এত মানুষ মরে নাই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে এসব অঞ্চলে নারীরা এমনিতেই অনগ্রসর; তার উপরে এখন ধর্ম মরার উপর খড়ার ঘা রূপে কাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্যে বহুবিবাহ প্রথায় নারী এখন শুধুই ভোগের সামগ্রী। মধ্যপ্রাচ্যে নারীর কোন অধিকার নাই বললেই চলে। থাকলেও খুব কম। সৌদি আরব - যা মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্র- সেখানে নারীর কোন অধিকার নাই। সেখানে মেয়েরা চাকরী করতে পারে না, ব্যাংক একাউন্ট খুলতে পারে

না, ড্রাইভিং করতে পারে না, স্বামী অথবা মাহররাম পুরুষ (বিবাহ সম্পর্ক নিষিদ্ধ) ছাড়া একা একা ঘরের বাইরে বের হতে পারে না, একা বিদেশ ভ্রমণ করতে পারে না। গাড়ি চালানোর অধিকার নাই, পছন্দ করে বিয়ে করার অধিকার নাই, (কারণ পছন্দে বিয়ে করার পরিবেশই নাই), পোশাকের স্বাধীনতা নাই, নিজের ইচ্ছামত চলাফেরার অধিকার নাই, উপার্জনের অধিকার নাই, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার নাই, পর পুরুষদের সাথে কথা বলার অধিকার নাই, ভোটাধিকার নাই, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নাই। বোরখা ছাড়া নারী ঘর থেকে বের হতে পারে না। পর্দা না করলে হিংস্র পন্থায় শাস্তি দেওয়া হয় মেয়েদের। কোন ছেলের সাথে মেলামেশা করলে যদি ধরা পরে তবে আর রক্ষা নাই। নিশ্চিত পাথর ছুঁড়ে মৃত্যুদণ্ড। মেয়েদের খেলাধুলা সেখানে নিষিদ্ধ। এখানে নারী শুধুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিকা অথবা ডাক্তার হতে পারেন। আর কিছুই হতে পারেন না। মোটকথা সৌদি আরবে নারীর কোন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা নাই। যেখানে ইসলাম ধর্মের লীলাভূমি, সেখানেই নারীর এই অবস্থা(!) ইসলাম যদি সত্যি সত্যি নারীকে মুক্তি দিত তবে সৌদি আরবের নারীদেরই বিশ্বের সবচেয়ে প্রগতিশীল, আধুনিক এবং স্বাধীন নারী হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ উল্টো। যুগ যুগ ধরে ধর্মীয় অনুশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে সৌদি মেয়েদের জীবন; এখনো হচ্ছে। ইরানে মেয়েরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হচ্ছে কিন্তু তাও প্রবল ধর্মীয় অনুশাসন মেনে। ইসলাম পুরাপুরি মানতে গেলে তাদের ও স্বাবলম্বী হওয়ার বারোটা বেজে যাবে। সেখানে তারা আয়াতুল্লাহ খোমেনির কথিত ইসলাম অনুসরণ করছে যা ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামি বিপ্লবের আগে যেখানে নারী স্কাট পরতো সেখানে ইসলামি বিপ্লবের পর নারী হয়ে যায় বোরখাবন্দী। উদার আধুনিক ইরানি সমাজ পরিনত হয় কটর রক্ষনশীল পাশ্চাত্যবিদ্বেষী ইসলামি সমাজে। আদালত থেকে নারী বিচারকদের পদচ্যুত করা হয়। ইরানের নোবেল বিজয়ী নারী শিরিন এবদি তাদের মধ্যে অন্যতম। স্বাধীনতা কি জিনিষ এটা মধ্যপ্রাচ্যের নারীরা জানে না। জন্মই তাদের আজন্ম পাপ। ইসলাম কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া থেকে বাঁচিয়েছে কিন্তু ঐ কন্যাদের আবার বন্দি করেছে মধ্যযুগীয়

অন্ধকারে। নারী হয়ে জন্মানোই পাপ এটা ইসলাম সরাসরি না বললেও পরোক্ষভাবে প্রতিয়মান যায় যে নারী হয়ে জন্মানো পাপ বলেই মুসলিম নারীরা এরকম মধ্যযুগীয় কায়দায় গৃহপালিত জীবনযাপন করছে। সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, জর্ডান, ইয়েমেন, ওমান, কাতার, মিশর, মরক্কো, কুয়েত, ওমান, পাকিস্তান, বাহরাইন - এসব দেশে নারীর অধিকার একবারেই সীমিত। ক্ষেত্র বিশেষ এ এসব দেশের অনেক নারী বিচ্ছিন্নভাবে এগোলেও সামগ্রিকভাবে এসব দেশে নারীদের বৈষম্যমূলক অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। ‘ ইসলাম নারীকে মুক্তি দিয়েছে’, ‘ ইসলাম একমাত্র ধর্ম যা নারীকে সম্মান দিয়েছে’ - এসব হলো চরম মিথ্যা, বানোয়াট, গালভরা, স্বপ্না, ফাঁকা বুলি। পাকিস্তান আমল থেকেই এই মিথ্যা বুলিটি বহুল প্রচলিত হয়ে আসছে যে ইসলাম নারীকে মুক্তি দিয়েছে। আর আমাদের দেশের নির্বোধ নারীরাও এই বুলিটা নিরন্তর আউড়ে যাচ্ছেন। অথচ কেউ **specifically** প্রশ্ন করছেননা যে ইসলাম আসলে নারীকে কি কি অধিকার দিয়েছে বা আদৌ সমান অধিকার দিয়েছে কিনা। ইসলাম পূর্বে আরবে নারীর অবস্থা খারাপ ছিল বলে যতটা প্রচার করা হয় বাস্তবে ততটা খারাপ অবস্থা নারীর ছিল না। বরং তখন আরবে নারী প্রকাশ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিত। হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর প্রথম স্ত্রী খাদিজা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন প্রাক ইসলামি যুগে। সেটা কিভাবে সম্ভব হল যদি প্রাক ইসলামি যুগে নারীর কোন অধিকার না থাকতো? কন্যা সন্তানের জীবন্ত কবর দেয়া নিয়ে যা বলা হয় তাও অতিরঞ্জিত কারণ সব কন্যাদের জীবন্ত কবর দিলে আরব সমাজ নারীশূন্য হয়ে যেত, পরিণামে পুরো সমাজই নিশ্চিন্ন হয়ে যেত। কিন্তু তা হয় নি। প্রশ্ন হলো ইসলাম যদি নারীকে রাশি রাশি অধিকার দিয়েই থাকে তাহলে মুসলিম বিশ্বে নারীর আজ এই অবস্থা কেন? অনেকে হয়তো বলবেন এর জন্য ইসলাম দায়ী নয়। ইসলামের ‘অপব্যখ্যা’ দায়ী। আসলে এগুলো হলো শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য মামদো ভূতের ভয় দেখানোর চেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম বিশ্বে নারীর দুরবস্থার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইসলামই দায়ী। সেটি কোরান-হাদিস দ্বারাই স্পষ্ট প্রমানিত। ইসলামই নারীকে আন্দরমহলে থাকতে বলেছে, ইসলামই নারীকে পর্দা করতে বলেছে, ইসলামই নারীদের

পরপুরুষের সামনে যেতে নিরুৎসাহিত/ নিষেধ করেছে, ইসলামই স্বামীকে
প্রভুর পর্যায়ে উন্নীত করেছে.....তাই সবকিছুর জন্য ইসলামই দায়ী। ।
এতক্ষন মধ্যপ্রাচ্যের নারীদের যেসব অধিকারহীনতার কথা বললাম তা কিন্তু
সব ইসলামসম্মত। ইসলাম এমন কিছু বিধিনিষেধ জারি করে রেখেছে নারীর
প্রতি, যাতে তারা অবরুদ্ধ হয়ে যায়, যাতে নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও
মানসিকতাকে গোঁড়া ও রক্ষণশীল হয়ে যায়। (দ্র : সূরা ৪:৩৪, ৩:১৪,
৩৩:৩৩, ৩৩:৫৯, ২৪:৩০-৩১, ৩৩:৫২, ৩৩:৫০, ৪:৩, ১৬:৭২, ৪:১,
৪:১২, ২:২২৩, ২:১৮৭, ২:২৮২)

(চলবে)